সংবাদ

00 030

তারিখ 24 JUN 1985
পৃষ্ঠা 5 কলাম 5

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

'সম্পাদক সাহেব'-এর নিকট ৫ম শ্রেণীর একজন ছাত্রীর চিঠি

প্রথমেই আমার সালাম নেবেন। তারপর সমাচার এই যে, আমি আপনাদের কাছে, আমার একটা দুঃখের কথা জানাতে চাই। জনাব আপনারা আপনাদের পত্রিকায় চিঠিপত্রের কলামে হলেও সেই দুঃখের কথাটা কি প্রকাশ করবেন, নাকি ভয় করে দূরে ফেলে দেবেন! আমার ভাই অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। তারই বাংলা (গল্প বিচিত্রা) বইয়ে দেখলাম, জনাব ওয়াজেদ আলী "হজ্জে না গিয়েও" গল্পে জানাচ্ছেন বাগদাদের চামার আশফাক দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তিল তিল করে হজ্জে যাবার জন্য টাকা জমান। কিন্তু হজ্জে রওয়ানা দেবার আগের রাতে প্রতিবেশীদেরকে পর পর পাঁচ দিন উপোষের পর মরা ছাগলের মাংস খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে দেখে সব টাকা তাদের দারিদ্র্য মোচনে দান করে দিয়ে হজযাত্রা স্থগিত করেন। দরবেশ জুন্নুন মিসরী হজ্জে গিয়ে আরাফাতে ধ্যানে বসে জানতে পারেন সেবার কেবল আশফাকের হজ্জই আল্লাহ কবুল করেছেন।

সম্পাদক সাহেব, পাঠক-পাঠিকা ও মুরুব্বীরা যদি আমার কথায় বিশ্বাস না করেন বইটা পড়ে দেখেন।

আমার দুঃখ এই যে, আমার দাদুরা এইবার হজ্জে যাবার জন্য প্রত্যেকে বায়ান্ন হাজার টাকা জমা দিয়েছেন। আমি এক দাদুকে অনুরোধ করে বললাম "দাদু ভাই, তুমি এবার হজ্জে যেও না। বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ে, খরায় আর বন্যায় যা অবস্থা হয়েছে তাতে আল্লাহ এবার এভাবে তোমাদের হজ্জ কবুল করবেন না। তার চেয়ে টাকাটা রাষ্ট্রপতির ত্রাণ তহবিলে সবার আগেই ঘোষণা দিয়ে দান করে দাও। তোমার দেখাদেখি যদি বাংলাদেশের দশ হাজার হজযাত্রী দাদুরা সবাই দান করে তাহলে বায়ান্ন কোটি টাকা ত্রাণ তহবিলে জমা হবে এবং তাহলেই কেবল আল্লাহ এবার তোমাদের সবার হজ্জ কবুল করবেন, আর তোমাদের এই হজ্জই হবে আকবরী হজ্জ! দাও না দাদু টাকাটা দান করে।" দাদু সবার সামনে আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, "বেয়াদব, বড়দেরকে উপদেশ খয়রাত করতে আসার সাহস পেলি কোথায়? তুই ধর্মের কি জানিস? ভাগ এখান থেকে - - -।"

বলুন সম্পাদক সাহেব, আমি কি সত্যিই ধর্মের কিছুই জানি না? ওয়াজেদ আলী সাহেব কি মিথ্যা কাহিনী লিখেছেন? আমি ও কথা বলে কি দাদুর সাথে সত্যিই বেয়াদবী করেছি? আমি ছোট মানুষ বলেই দাদু হয়তো কথাটার দাম দিচ্ছেন না। আমি ছাড়া এদেশের দাদুদেরকে এই আহবানটা জানাবার কি আর কেউ নেই? আপনারাতো সাংবাদিক মানুষ। শুনেছি কাউকে ভয় করেন না। বলুন না দাদুদেরকে আপনারা, মায়েরা ও দাদী-নানীরা, সবাই মিলে বললেই হয়তো দাদুভাইরা কথাটা শুনবেন।

সুমামিকা বেগম (৫ম শ্রেণী),
হায়দার আলী উচ্চ বিদ্যালয়,
মাণ্ডা, ঢাকা ১৪।